কার্পাসডাঙ্গায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে হাজিরা দিয়ে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের জাহাজপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লাল্টুর বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ডিজিটাল হাজিরায় টিপ দিয়ে প্রতিষ্ঠানে অবস্থান না করে নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।

গ্রামবাসি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লাল্টু অনেক দিন ধরেই স্কুলে হাজিরা দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেল যোগে হয় কার্পাসডাঙ্গা বাজার না হয় অন্য কোথাও অবস্থান করে ও বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে

বিভিন্ন এলাকায় চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে দেখা যায়। এতে করে স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। স্কুলে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকার কারনে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিভাবক মহল হতাশ হয়ে পড়েছে।

বেশ কিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, প্রধান শিক্ষকের এই বিষয়টি দীর্ঘ দিনের।

আগে স্কুলটি সরকারি হয়নি বলে আমারা কিছু মনে করতাম না কিন্তু নতুন সরকারি হলেও তার এই অভ্যাসটি পরিবর্তন হয়নি।

আমরা অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের বদলি দাবি করছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট।

এদিকে গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গ্রামবাসির অভিযোগের ভিক্তিতে বিদ্যালয়ে গেলে তাকে ওখানে পাওয়া যায়নি। এসময় স্কুলে বার্ষিকী পরীক্ষা চলছিলো।

প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিত থাকার কারন জানতে চাইলে সহকারি শিক্ষক মোছা: রওশনারা বলেন, প্রধান শিক্ষক মনে হয় সভাপতির বাড়িতে গেছে।

এবিষয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি প্রশ্নের বিষয়ে হুদাপাড়া স্কুলে গিয়েছিলাম।

এবিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাকি সালামের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, জাহাজপোতা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি আগেও শুনেছি। ওনাকে শোকজও করা হয়েছিল। তবে অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি

মুজিবনগরে মানবাধিকার দিবস পালন

মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুন্যর অগ্রযাত্রা’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মানবাধিকার দিবস।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ উপলক্ষে পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার শহিদুল ইসলাম, আইসিটি অফিসার শ্যাম ঘোষ, তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারসহ উপজেলা সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে মানবাধিকার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- মুজিবনগর অফিস

গাংনীতে সরকারি ভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে শীতার্ত ও দুস্থ ব্যাক্তিদের মাঝে সরকারি ভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ধান খোলা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেন, ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান।

এ সময় উিপিস্থত ছিলেন ইউপি সচিব রফিকুল ইসলামসহ ◌্ইউপি সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

ইউনিয়নের মোট ৫৬০ জনকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, গাংনী উপজেলার দুস্থ ও অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে পর্যায়ক্রমে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে “ওয়াশ ইন হেলথ” প্রকল্প

“শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ” এই ¯ স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, শিশুর যতœ, গর্ভকালীন ও গর্ভ পরবর্তী সেবাসহ ২৭ ধরনের

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□æ□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□æ□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□æ□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

আক্তারুজ্জামান, গাংনী

স্বর্ণ চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কি মেহেরপুর ?

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা গুলো স্বর্ণ চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার করছে চোরাকারবারীরা, মাঝে মাঝে বহনকারীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও গডফাদাররা পর্দার আড়ালে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করছে চোরাকারবারী।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, বুড়িপোতা, আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ চালান করে থাকে চোরাকারবারীরা। ইতিমধ্যে বিজিবি’র হাতে বেশ কয়েক দফা স্বর্ণের বার ধরা পড়লেও অধরা থেকে যায় মুল হোতারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তেতুলবাড়ীয়া গ্রামের একজন জানান, সীমান্ত থেকে প্রথমে তেতুলবাড়ীয়া সহ নিরাপদ কয়েকটি রুটে প্রথমে নেওয়া হয়। তারপর এ গুলো গাংনী হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাচারকরা হয়।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কলোনিপাড়ার আক্কেল আলীর ছেলে আবু তাহের স্বর্ণ পাচার করার সময় ঢাকার দারুস-সালাম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সাথে থাকা একই গ্রামের তাহেরের মামা আব্দুর রউফ এর ছেলে আব্দুল আওয়াল নামের আরেক পাচারকারী পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ঢাকার দারুস-সালাম থানায় তাহের ও আওয়াল এর নামে একটি স্বর্ণ পাচারকারী নামে মামলা দায়ের করা হয়, যার নাম্বার ১৬/২০১৯। বর্তমানে তাহের ঢাকার

অন্ধকার জেলে বন্দি থাকলেও পালিয়ে বেড়াচ্ছে আওয়াল।
মেহেরপুরের গাংনী থানায় আওয়ালকে আটক করার জন্য চিঠি দিলেও অজ্ঞাত কারনে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নেয়নি পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান।

ঢাকা দারুস-সালাম থানার ওসি আসলাম বলেন, আমার স্বর্ণ পাচার করার সময় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আবু তাহের নামের একজনকে আটক করি। এসময় আওয়াল নামের আরও একজন আসামী পালিয়ে যায়।

আওয়ালকে আটক করার জন্য গাংনী থানায় চিঠি পাঠানো হলেও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে গাংনী থানা ব্যবস্থা না গ্রহন করে আমরা আমাদের মত করে আসামী ধরে আনার ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের কলনিপাড়ার আবু তাহেরের পিতার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার ছেলে মাঠে কাজ করে খাই সে স্বর্ণ চালানের বিষয়ে কিছুই জানেনা। মাঝে মাঝে তার মামা আওয়াল তাকে কিছু টাকা দেবে বলে ঢাকায় নিয়ে যেতো।

তিনি আরও বলেন, আওয়াল ও তাহের এরা শুধু মাত্র টাকার বিনিময়ে বহন করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়।
এছাড়াও তিনি বলেন, এই ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে কেই ক্ষমতাবান নেতা বা টাকাওয়ালা ব্যবসায়ী।

আওয়ালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি সাংবাদিকের সাথে দেখা করবে না বলে জানায় তার স্ত্রী। আওয়ালের ফোন নাম্বার চাওয়া হলে তার স্ত্রী একটি ভুল নাম্বার দেন।

পরবর্তিতে আওয়ালের চাচাতো ভাই সহিবুল ইসলাম এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয়। তাতে কাজ না হলে আওয়ালের ভগ্নিপতি মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল মালেক নিউজ না করার জন্য সাংবাদিকদের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

টাকার প্রস্তাবে রাজি না হলে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক পদের পরিচয়ে শ্যামপুর গ্রামের সাইদুর রহমান পেশায় হোমিও চিকিৎসক মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে সাংবাদিকদের ডেকে সমঝোতার চেষ্টা করে এবং সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য চাপ দেয়।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টায় ব্যার্থ হয়ে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেওয়া হয়। সেই সাথে বলা হয়, এসব নিউজ করে লাভ নেই, এখানে বড় বড় রাঘববোয়ালরা জড়িত। টাকা পয়সা দিয়ে সব ম্যানেজ করা হয়ে যাবে।

গোপন সুত্র থেকে জানা যায়, প্রতি চালানে ২০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয় বহনকারীদের। এর ভিতর থেকে কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে পরবর্তিতে অন্য কাউকে দিয়ে বহন করা হয়। এভাবেই চলতে থাকে স্বর্ণ চোরা চালান।

টাকার লোভে অনেকেই এই চোরাকারবারীর সঙ্গে জড়িয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরে একুল ওকুল দুই কুলই হারাচ্ছে। কিন্তু মুল হোতারা প্রভাবশালি হওয়ায় ধরা ছোয়ার বাইরে থাকছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, স্বর্ণ চোরাচালান কোন রিপোর্ট আমার কাছে আসেনি। এ ধরনের কোন ঘটনা যদি মেহেরপুরে হয়ে থাকে তবে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আওয়ালের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বিষয়টি তদন্ত করে দেখবো। যদি ঘটনার সত্যতা থাকে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আল আমিন- মর্তুজা ফারুক রুপক

মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন স্থানে দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত

গণস্বাক্ষর অভিযান, মানববন্ধন এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে গতকাল সোমবার এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মাসুদুল আলম, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক খান, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, সদস্য নুরুল আহমেদ প্রমুখ।

দুর্নীতি বিরোধী র্যালী শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলমডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে সভা অনুষ্টিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন সমাজ থেকে দুর্নীতি রোধ করতে হলে আমাদের নিজেদের আগে সৎ হতে হবে, কেন দুর্নীতির সাথে আপোষ করা যাবে না। কোন দুর্নীতি বাজদের সহায়তা করা যাবেনা। আজ সকলে শপথ নেন নিজে দুর্নীতি করব না, অন্যকে দুর্নীতি করতে দেব না।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, মনিরুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সহকারী প্রধান শিক্ষক আনিসুজ্জান। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি ও প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুুর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী, সদস্য সাইদ মো: হিরন, ডাক্তার সামসুজ্জোহা শাবু শিক্ষক আলী কদর প্রমুখ।

- প্রতিদিন ডেস্ক

সৌদিতে বন্দি ১৭ জনের খাবার ও দেশে ফেরতের ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ দূতাবাস

সৌদি আরবে ২ মাস প্রায় অনাহারে বন্দি গাংনীর ১৭ শ্রমিকের খাবারের ব্যাবস্থা, তাদের কাজ অথবা দেশে ফেরার ব্যাবস্থা গ্রহনের পদক্ষেপ নিয়েছে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনার শীপ

কতৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(সচিব) মো: আলকামা সিদ্দিকীর নির্দেশে সৌদির বাংলাদেশ দূতাবাস এ পদক্ষেপ নেয়।

মো: আলকামা সিদ্দিকী জানান, মেহেরপুর প্রতিদিন নামের একটি অনলাইন পোর্টালের সংবাদ দেখে আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের রিয়াদ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছিলাম। কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ তারা অতিদ্রæত ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাকে জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, বিদেশের মাটিতে মেহেরপুর-গাংনীর কেউ কোন ধরনের সমস্যায় পড়লে আমাকে জানালে হয়তো কোন সহায়তা করা যাবে।

ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ১৭ জন শ্রমিক সৌদিতে পাড়ি জমায়। জমি জায়গা বিক্রি করে শেষ সম্বল টুকু আদম দালালের হাতে তুলে দিলেও কাজ না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে ১৭ জন অসহায় শ্রমিক।

আদম দালালর খপ্পরে পড়ে প্রতারনার শিকার হয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন পার করছে এই সব শ্রমিক।
এদের মধ্যে অনেককেই বাড়ি থেকে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি ফেরত আনা হলেও বন্দি রয়েছে ১৭ জন। বন্দিদের ফিরিয়ে আনার জন্য আদম দালাল নাহিদের কাছে ধর্ণা দিলেও কোন লাভ হয়নি।

জানা গেছে, ক্লিনারের কথা বলে প্রতিজনের নিকট থেকে ৬ লাখ টাকা করে নিয়ে সৌদি আরবে পাঠিয়েছেন আদম দালাল নাহিদ। গাংনী উপজেলার হিজল বাড়িয়া গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে নাহিদ।
নাহিদ বিভিন্নভাবে এলাকার সাধারণ মানুষকে ফুসলিয়ে ভুয়া ভিসায় সৌদিতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। তার প্রতারণার শিকারে অনেকেই সর্ব শান্ত হয়েছে জানা গেছে।

প্রতারণার শিকার হওয়ার স্বজনদের কাছ থেকে জানা যায়, সৌদি আরবে যাওয়ার দশ দিন পর মোবাইল ফোনে খবর আসে তাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে কেউ রিসিভ করতে আসেনি একদিন পর তারা নিজেরাই উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পরে আদম দালাল তাদের ভূয়া কোম্পানির ভিসা দিয়েছে বলে জানতে পারে। যে কোম্পানির ভিসা দেওয়া হয়েছে সেই নামের নাকি কোন কোম্পানি সেখানে নেই। কোম্পানির কোন ঠিকানা বা কোন কাজ না পেয়ে গত দুই মাস যাবৎ অনাহারে অর্ধাহারে কোন রকম বেঁচে আছে তারা।

আজ কাল করে ২মাস যাবৎ একটি ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে কোন খাবার ও দেওয়া হচ্ছেনা। যারা সৌদিতে আটকা পড়ে আছে তারা হলো, গাংনী উপজেলার হিজল বাড়িয়া গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে উজ্জল হোসেন, মহিরুদ্দিনের ছেলে ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রহমানের ছেলে টুকু, রশিদ শেখের ছেলে রুবেল হোসেন, কিয়ম মোল্লার ছেলে শফি, একই উপজেলার কালী গাংনী গ্রামের ইয়ার বক্সের ছেলে নিফাজ উদ্দিন, জামাল হোসেনের ছেলে কামরুল ইসলাম,

চায়নার ছেলে সোহান, জফের আলীর ছেলে মাহবুল ইসলাম, মেহেরপুর সদরের বামুন পাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে সুমন হোসেন, সুরাত আলীর ছেলে জাকিরুল ইসলাম, দৌওলতপুর উপজেলার খলিসাকুন্ডি গ্রামের জবেদ আলীর ছেলে জীবন আহমেদ, হজরত আলীর ছেলে এনামুল হক।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর হিজুলীতে জমি নিয়ে বিরোধ, পনের দিন গৃহবন্দী একটি পরিবার

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলী গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে একটি পরিবারকে।

গ্রামবাসী সুত্রে ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জানা যায়, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ হিজুলী গ্রামের মরহুম খবির মালিথার ছেলে সবজান আলীর বসত বাড়ীর চারিদিকে বাঁশের বেড়া ও বিভিন্ন কাটা দিয়ে ঘিরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে সবজানের সহোদর পাঁচ ভাই।

পিতার জমির অংশের সকলেই দশ শতক করে ভাগ পেলেও সবজানের অংশে বার শতক জমি আছে বলে দাবী ভাইদের । অতিরিক্ত দুই শতক জায়গা ফেরৎ পাওয়ার জন্য পাঁচ ভাই মিলে তাদের জমির সীমানায় বাঁশের বেড়া ও বিভিন্ন কাটা দিয়ে ঘিরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথটি অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।

সবজান আলীর কলেজ পড়–য়া মেয়ে মরিয়ম খাতুন বলেন, এভাবে যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ করে রাখার কারণে আমরা কেউই বাড়ি থেকে বের হতে পারছিনা, এমনকি আমি আমার ২য় বর্ষের টেষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি।

শবজানের স্ত্রী বলেন, শ্বশুরের জমির অংশ রাস্তার জন্য সকলেই আট হাত বাদ রেখে দশ শতক করে ভাগ পেয়েছি। শ্বশুরের দান করা অতিরিক্ত দুই শতক জমি আমাদের নামে রেজিষ্ট্রি আছে। কিন্তু ঐ দুই শতক জমি আছে রমজান ও নিয়াজের জমির অংশে। তারা জোর পূর্বক ঐ দুই শতক জমি আমাদের কাছ থেকে দখল রেজিষ্ট্রি নিতে চাই।

আমরা জমি দিতে না চাইলে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে আমাদের চলাচলের পথটি আটকিয়ে দেয়। চলাচলের একমাত্র পথটি অবরুদ্ধ করায় গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী নিয়ে আমরা কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।
সবজান আলীর লিখিত অভিযোগে জানা যায়, সবজানের পিতা মরহুম খবির মালিথা তাকে বসত বাড়ীর একটি জমি দান করে গেছেন।

প্রায় ৩০ বছরের বেশি সবজান আলী তার ঐ জমিতে বসবাস করে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে সবজানের ৫ ভাই নিহাজ আলী, বাবুর আলী, রমজান আলী, কামাল হোসেন ও জামাল হোসেন তার বাড়ীর সামনে চলাচলের রাস্তায় বাঁশের চটা ও বিভিন্ন কাটা জাতীয় ডালপালা দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। বর্তমানে তার বাড়ীর গরু ছাগল বের করা সহ তার পরিবারের সদস্যদের চলাচলের পথ সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে আছে।

এ বিষয়ে তিনি মেহেরপুর জেলা নির্বাহী ম্যাজেষ্ট্রেট আদালতে পাঁচ ভাইকে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর ৩৪৬/১৯ তারিখ ০১/১২/১৯ । রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করছে গ্রামবাসী।

- বারাদী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টিসিবির সহযোগীতায় ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের খপ্পড়ে পড়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েই চলেছে। আমরা সরকারি ভাবে টিসিবির মাধ্যমে ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ১ম দফায় ১০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আনা হয়েছে। পরবর্তিতে আরো পেয়াজ আনা হবে।

ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা শান্ত সুষ্ঠভাবে পেঁয়াজ কিনবেন। কেউ নিজের কাজ ফেলে পেঁয়াজ কিনতে আসবেন না। কাজ সেরে ধীরে সুস্থে আসবেন। আপনারা সকলেই এখান থেকে পেঁয়াজ কিনতে পারবেন। কেউ একবারে বেশি পেয়াজও কিনবেন না।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুরে যে সকল টিসিবির ডিলার আছেন । তারা পেঁয়াজ আনতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় তাদের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- এস এ সাদিক খান, মেহেরপুর

টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রিতে

অস্বীকার করায় ১২ জনের ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ

টিসিবির পেঁয়াজ তুলতে অস্বীকার করায় টিসিবির মেহেরপুর জেলার ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩ জেলায় টিসিবির ডিলার কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করলেও মেহেরপুর জেলার ১২ ডিলারের মধ্যে কেউ সে পেঁয়াজ সংগ্রহ করেননি। এ নিয়ে জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি ডিলারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি ডিলারদের পেঁয়াজ পিঁয়াজের ন্যায্যমূল্য জেলা প্রশাসনের কার্যালয় সামনে খোলাবাজারে বিক্রি করার জন্য আহ্বান জানান।
এতে ডিলাররা আপত্তি জানান। ব্যবসায়ীরা খোলাবাজারে বিক্রি না করে তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পিয়াজ বিক্রির জন্য বেশি উৎসাহ দেখান। জেলা প্রশাসক মোঃআতাউল গনি ডিলারদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে পেঁয়াজ বিক্রিতে সম্মতি না দেওয়ায় ডিলাররা পিয়াজ তোলার ক্ষেত্রে গরিমশি ভাব দেখান। এসময় ব্যবসায়ীরা পিয়াজ তুলবেন না বলে সাক্ষ্য দেন।
ঘটনার পরপরই জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি জেলার ১২ জন টিসিবির ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেন। টিসিবির মেহেরপুর জেলায় যে ১২ জন ডিলার তাদের ডিলারশিপ ডিলারশিপ হারাচ্ছেন তারা হলেন মেহেরপুর শহরের বোস পাড়ার মেসার্স আশিকুজ্জামান সবুজ, সদর উপজেলার গোভীপুরের মেসার্স শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ, পিরোজ পুরের সাগর ট্রেডার্স, কুতুবপুর মনোহরপুরের ফারুক ট্রেডার্স, মেহেরপুর শহরের কলেজ সড়কের স্বপ্নচূড়া সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড, গাংনী উপজেলার বামুন্দি বাজারের জামান ট্রেডার্স, সততা এন্টারপ্রাইজ,গাংনী বাজারের আরিফ এন্টারপ্রাইজ,মুজিবনগর কেদারগঞ্জ এর এম আর এন্টারপ্রাইজ,দারিয়াপুরের রিফা এন্টারপ্রাইজ,মোনাখালী ইসমাইল এন্টারপ্রাইজ,এবং ভবেরপাড়া তুমি ট্রেডার্স ।
এদিকে টিসিবির ১২ ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করার পর জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা বলে আব্দুর রাজ্জাক নামের এক ব্যক্তি কে পিয়াজ তোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে সে মতে সোমবার থেকে টিসিবির পিয়াজ মেহেরপুরে বিক্রি হবে ।

□□□□□□ □□□□□□□□□□: